OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 818 - 823
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তন ও সামাজিক প্রতিফলন : আখ্যান, বাস্তবতা ও মানবচেতনার সমালোচনামূলক অধ্যয়ন

অহিদা রহমান
Email ID: rahmanwaheda786@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
কথাসাহিত্য, বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, সমাজবাস্তবতা, মানবচেতনা, আখ্যানরীতি।

Abstract
বাংলা কথাসাহিত্য কেবল সাহিত্যিক রূপমাত্র নয়; এটি একটি সমাজের আত্মকথা, ইতিহাসের দলিল এবং মানবচেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মাধ্যমে কথাসাহিত্য সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তন, শ্রেণিসংঘাত, নারীর অবস্থান, গ্রামীণ-নগর জীবনের দ্বন্দ্ব, উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক বাস্তবতা এবং সমকালীন মানুষের অস্তিত্ব সংকটকে ভাষা দিয়েছে। এই গবেষণাপত্রে বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশ, বিষয়বৈচিত্র্য, আখ্যানরীতি এবং সামাজিক প্রতিফলনের দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের রচনার আলোকে এই গবেষণা বাংলা কথাসাহিত্যের অন্তর্গত মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অনুধাবনের প্রয়াস নিয়েছে।

Discussion

ভূমিকা : কথাসাহিত্য মানবসমাজের জীবনযাত্রা, মানসিক টানাপোড়েন, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের এক অনন্য ও বিস্তৃত শিল্পরূপ। মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, সম্পর্কের জটিলতা, আশা–নিরাশা ও সংগ্রাম কথাসাহিত্যের আখ্যানের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কাব্য যেখানে প্রধানত আবেগ ও ভাষার নান্দনিকতাকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে কথাসাহিত্য বাস্তব জীবনকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে (সেন ৪৫; দাস ৮৮)। এই কারণে কথাসাহিত্যকে সমাজবাস্তবতার এক শিল্পসম্মত দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

বাংলা সাহিত্যধারায় কথাসাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে, কারণ এটি কেবল সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাঙালির সামাজিক ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানসিকতার ধারাবাহিক রূপান্তরকে নথিবদ্ধ করেছে (মজুমদার ১২৩)। গ্রামীণ ও নগর জীবনের পরিবর্তন, শ্রেণি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক চেতনার বিবর্তন— এসবই বাংলা কথাসাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (ভট্টাচার্য ৯৭)। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা-উত্তর সমাজব্যবস্থা এবং একবিংশ শতকের বিশ্বায়িত বাস্তবতা— প্রতিটি সময়ের সংকট ও মানবিক প্রশ্ন কথাসাহিত্যের ভেতরেই শিল্পরূপ পেয়েছে (চক্রবর্তী ১৫৬)। ফলে বাংলা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথাসাহিত্য একদিকে যেমন সমাজ-পরিবর্তনের দলিল, তেমনি অন্যদিকে তা সমালোচনামূলক চেতনারও বাহক। এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিষয়বৈচিত্র্য, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

কথাসাহিত্যের ধারণা ও স্বরূপ : কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী ও বহুমাত্রিক শাখা, যা প্রধানত উপন্যাস ও ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। মানবজীবনের চলমান বাস্তবতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি কথাসাহিত্যে শিল্পিত রূপ লাভ করে (সেনগুপ্ত ৬২)। এটি নিছক কল্পনার নির্মাণ নয়; বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা, সময়চেতনা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সম্মিলনে গঠিত এক গভীর আখ্যানভিত্তিক শিল্পরূপ।

কথাসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর কাহিনিনির্ভরতা। একটি সুসংহত কাহিনির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা উপস্থাপিত হয় (দাস ১১২)। এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত থাকে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যা কথাসাহিত্যের প্রাণ। চরিত্ররা কেবল বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও মানসিক টানাপোড়েন আখ্যানের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাই কথাসাহিত্যকে মানবমনের অন্তর্লোক অনুধাবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম করে তোলে (ভট্টাচার্য ১৪৩)।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। কথাসাহিত্য সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, অর্থনৈতিক বৈষম্য, লিঙ্গ-অসমতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে শিল্পরূপে ধারণ করে (মজুমদার ১৭৫)। ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এখানে বিশ্লেষিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের চিত্রায়ণের মাধ্যমে তা ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করে (চক্রবর্তী ১৮৯)।

কথাসাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রান্তিক, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত বা অবহেলিত মানুষের সুখ–দুঃখ, সংগ্রাম ও স্বপ্নের মধ্যেই এর মানবিক তাৎপর্য নিহিত। এই সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামই কথাসাহিত্যকে সর্বজনীন ও মানবিক করে তোলে। তাই কথাসাহিত্যকে সমাজবিজ্ঞানের এক সহযাত্রী রূপে দেখা যায়— যেখানে সাহিত্য ও সমাজচিন্তা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে মানবজীবনের গভীরতর সত্য অনুসন্ধান করে (সেন ৯৮)।

বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশ :

প্রারম্ভিক পর্যায় : বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে (সেনগুপ্ত ২১২)। তাঁর আগমনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আখ্যানমূলক রচনার প্রচেষ্টা থাকলেও আধুনিক অর্থে উপন্যাসের সুসংহত শিল্পরূপ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি (সেন ৬৪)। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শূন্যস্থান পূরণ করে বাংলা কথাসাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী সাহিত্যধারায় রূপ দেন (রায় ১৪৫)। *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা* ও *মৃণালিনী* প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি ইতিহাস ও রোমান্সকে একসূত্রে গেঁথে জাতীয় চেতনার বীজ রোপণ করেন (রায় ১৪৫)। বিশেষত *আনন্দমঠ* উপন্যাসে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও জাতীয়তাবোধের যে আবেগময় প্রকাশ দেখা যায়, তা পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যের চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলে (চট্টোপাধ্যায় ৮৮)।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা উপন্যাসকে কেবল কাহিনির বিনোদনমূলক মাধ্যম হিসেবে না দেখে এক ধরনের আদর্শবাহী শিল্পরূপ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন (সেন ৬৪)। তাঁর ভাষা ছিল গম্ভীর ও অলংকৃত, কাহিনিতে ছিল নৈতিকতা ও আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ (সেনগুপ্ত ২২০)। এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলাকথাসাহিত্য মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও এর মধ্যে জাতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় (রায় ১৫২)।

রবীন্দ্রযুগ : বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন (ভট্টাচার্য ১১২)। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বাহ্যিক কাহিনি ও আদর্শের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্জগৎ, মনস্তত্ত্ব ও অনুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে কথাসাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন (ঠাকুর ১৩৩)। তাঁর উপন্যাস *চোখের বালি*, *ঘরে বাইরে*, *গোরা* প্রভৃতিতে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সংঘাত, নারীর আত্মপরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জটিল রূপ গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে (রায় ১৭৮)। বিশেষত *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব যে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত (ভট্টাচার্য ১১৯)।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহ বাংলা কথাসাহিত্যের মানদণ্ড স্থাপন করে (সেনগুপ্ত ২৮৯)। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ, দরিদ্র কৃষক, নারী ও শিশু— তাঁর গল্পে মানবিক সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত হয় (সেনগুপ্ত ২৯২)। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই গভীর জীবনবোধ, মানবিক ট্র্যাজেডি ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেন (ঠাকুর ১৪৫)। এই রবীন্দ্রযুগেই বাংলা কথাসাহিত্য কেবল জাতীয় চেতনার বাহক নয়, বরং বিশ্বমানবতার এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয় (ভট্টাচার্য ১২৮)।

শরৎচন্দ্র ও জনপ্রিয় মানবিক ধারা : রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কথাসাহিত্যে যে লেখক সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তার করেন, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মজুমদার ৯৬)। তাঁর কথাসাহিত্য মূলত সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার মানবিক দলিল (সেন ১০৩)। শরৎচন্দ্রের ভাষা ছিল সহজ, সরল ও আবেগঘন, যা অল্পশিক্ষিত পাঠকের কাছেও সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে (মজুমদার ১০২)। *দেবদাস* উপন্যাসে ব্যর্থ প্রেম ও আত্মবিনাশের যে করুণ চিত্র দেখা যায়, তা বাঙালি সমাজের এক চিরন্তন ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরে (চট্টোপাধ্যায়, *দেবদাস* ৫৪)। আবার *পথের দাবী* উপন্যাসে বিপ্লবী আদর্শ, সামাজিক অন্যায় ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাহসী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় (সেন ১০৩)।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংঘাতকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন (মজুমদার ১১২)। তাঁর রচনায় নারীর বঞ্চনা, সামাজিক অবিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন বারবার ফিরে আসে (মজুমদার ১১৫)। এই মানবিক ও আবেগনির্ভর ধারার মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যকে গণমানুষের সাহিত্যে রূপান্তরিত করেন (সেন ১১২)। ফলে বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশে শরৎচন্দ্র এক অনিবার্য ও স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে ওঠেন (রায় ১৮৫)।

বাস্তববাদী ও সমাজমনস্ক কথাসাহিত্য :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তববাদী ও সমাজমনস্ক ধারার অন্যতম শক্তিশালী প্রতিনিধি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (মজুমদার ১৩৪)। তাঁর সাহিত্য সমাজের নির্মম বাস্তবতা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং মানবজীবনের অন্তর্লীন সংকটকে নির্ভীকভাবে উন্মোচন করে (সেন ১৫৮)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, ফলে তাঁর রচনায় শ্রেণিসংঘাত, দারিদ্র্য ও মানবিক অবক্ষয়ের চিত্র অত্যন্ত তীব্র ও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে (রায় ২০৩)।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাপন, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক ভণ্ডামির নির্মোহ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা* ৭৬)। এখানে মানবসম্পর্ক যেন পুতুলনাচের মতোই অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (সেনগুপ্ত ৩১২)। অপরদিকে *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রাম, নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতি, যৌনতা ও অস্তিত্ব সংকট গভীর বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মা নদীর মাঝি* ৫৪)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিকতার আবরণ ছাড়িয়ে মানবজীবনের কঠোর সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তববাদের এক বলিষ্ঠ রূপ প্রতিষ্ঠা করে (মজুমদার ১৪২)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামীণ সমাজের এক বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক চিত্র অঙ্কন করেছেন (রায় ২১৮)। তাঁর রচনায় গ্রাম কেবল প্রকৃতিনির্ভর এক সরল আবাসভূমি নয়, বরং ক্ষমতা, রাজনীতি, ধর্ম, লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক দ্বন্দ্বে জটিল এক সমাজব্যবস্থা (সেন ১৭২)। তারাশঙ্করের সাহিত্য সমাজমনস্ক হলেও তাতে ইতিহাস ও লোকজ ঐতিহ্যের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায় (মজুমদার ১৫৬)।

গণদেবতা উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের শ্রেণিসংঘাত, জমিদারি শোষণ, কৃষকের দুর্দশা এবং সামাজিক রূপান্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণদেবতা* ৮৮)। এখানে ব্যক্তি নয়, সমগ্র সমাজই যেন একটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে (সেনগুপ্ত ৩৩৪)। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কীভাবে পরিবর্তনশীল সময়ে গ্রামীণ সমাজ পুরনো বিশ্বাস ও নতুন বাস্তবতার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে (রায় ২২১)। তাঁর ভাষা ও আখ্যানভঙ্গিতে লোকসংস্কৃতির প্রাণবন্ত উপস্থিতি বাংলা কথাসাহিত্যকে এক স্বতন্ত্রমাত্রা প্রদান করেছে (মজুমদার ১৬২)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে এক ভিন্নতর বাস্তববাদের ধারক (সেন ১৮৯)। তাঁর সাহিত্য সমাজবাস্তবতার পাশাপাশি প্রকৃতি ও মানবজীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে তুলে ধরে (রায় ২৩৭)। বিভূতিভূষণের বাস্তবতা নির্মম নয়; তা করুণ, মানবিক ও সৌন্দর্যবোধে পরিপূর্ণ (মজুমদার ১৭৪)।

পথের পাঁচালি উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও দৈনন্দিন সংগ্রাম অত্যন্ত সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় চিত্রিত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালি* ৪৩)। অপু ও দুর্গার শৈশবের মধ্য দিয়ে তিনি মানবজীবনের স্বপ্ন, আশা ও ক্ষণস্থায়ী সুখকে অনুপম শিল্পরূপ দিয়েছেন (সেনগুপ্ত ৩৫৬)। *অপরাজিত* উপন্যাসে সেই জীবনেরই ধারাবাহিকতা দেখা যায়, যেখানে গ্রাম থেকে শহরে উত্তরণের পথে মানুষের মানসিক টানাপোড়েন ও আত্মসংগ্রাম প্রকাশ পায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত* ৬১)। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য তাই গ্রামীণ জীবনের এক মানবিক দলিল, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ ও জীবন এক গভীর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ (রায় ২৪৫)।

এই তিন লেখকের রচনার মধ্য দিয়েই বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তববাদী ও সমাজমনস্ক ধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা সমাজের কঠিন সত্য, মানবিক সংকট ও পরিবর্তনের ইতিহাসকে শিল্পিত ভাষায় সংরক্ষণ করেছে (সেন ১৯৮)।

কথাসাহিত্য ও সামাজিক প্রতিফলন : বাংলা কথাসাহিত্য কেবল কাহিনি বলার শিল্প নয়; এটি সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতার এক জীবন্ত দর্পণ (সেনগুপ্ত ৩০১)। সমাজের অন্তর্গত পরিবর্তন, সংকট, দ্বন্দ্ব ও চেতনার রূপান্তর কথাসাহিত্যের আখ্যানের মধ্য দিয়ে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (রায় ১৮৯)। এই কারণেই বাংলা কথাসাহিত্য যুগে যুগে সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে (মজুমদার ১৪৮)।

প্রথমত, শ্রেণি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাংলা কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অনুষঙ্গ (সেন ১৬৪)। জমিদারি প্রথা, ঔপনিবেশিক শোষণ, গ্রামীণ দরিদ্রতা, শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনা এবং মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা— সবকিছুই উপন্যাস ও ছোটগল্পে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে (ভট্টাচার্য ১১৭)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের রচনায় শ্রেণিসংঘাত ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের নির্মম বাস্তবতা শিল্পরূপ পেয়েছে (মজুমদার ১৫৯)।

দ্বিতীয়ত, নারী ও লিঙ্গ প্রশ্ন বাংলা কথাসাহিত্যের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক (রায় ২০৬)। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থান, বঞ্চনা, আত্মসংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান কথাসাহিত্যে বারবার আলোচিত হয়েছে (সেনগুপ্ত ৩২২)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারীর মানসিক জটিলতা ও স্বাধীন সত্তার প্রকাশ যেমন দেখা যায় (ঠাকুর ১৪১), তেমনি শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজনির্যাতিত নারীর করুণ বাস্তবতা গভীর আবেগে উপস্থাপিত হয়েছে (চট্টোপাধ্যায় ৯৩)। আধুনিক কথাসাহিত্যে এই নারীচেতনা আরও প্রশ্নমুখর ও প্রতিবাদী রূপ ধারণ করেছে (মজুমদার ১৭১)।

তৃতীয়ত, গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব বাংলা কথাসাহিত্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী বিষয় (সেন ১৮২)। গ্রামীণ জীবনের সরলতা, দারিদ্র্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, ভোগবাদ ও একাকিত্বের সংঘাত কথাসাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে (রায় ২২৫)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামীণ জীবনের মানবিক চিত্র থেকে শুরু করে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসে এই দ্বন্দ্ব সমাজ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হয়ে উঠেছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮)।

চতুর্থত, উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক চেতনা বাংলা কথাসাহিত্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে (ভট্টাচার্য ১৩৬)। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকট এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী হতাশা ও বিভ্রান্তি —এই সবই কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে (সেনগুপ্ত ৩৪৮)। *আনন্দমঠ*, *ঘরে বাইরে* কিংবা *পথের দাবী* প্রভৃতি রচনায় এই ঐতিহাসিক চেতনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট (চট্টোপাধ্যায় ৮৮; ঠাকুর ১৫২)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবশেষে, আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট বাংলা কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিফলন (রায় ২৪১)। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষের একাকিত্ব, মানসিক বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং জীবনের অর্থহীনতার বোধ আধুনিক কথাসাহিত্যে গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে (মজুমদার ১৮৩)। এই অস্তিত্বগত সংকট মানুষের অন্তর্জগৎ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুনভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় (সেন ১৯৫)।

এই সমস্ত সামাজিক প্রতিফলনের কারণে কথাসাহিত্য নিছক বিনোদনের মাধ্যম হয়ে থাকেনি; বরং এটি সমাজের অসঙ্গতি ও সংকট সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলে, চিন্তা ও প্রশ্ন করার ক্ষমতা জাগ্রত করে (সেনগুপ্ত ৩৬১)। এইভাবেই বাংলা কথাসাহিত্য সামাজিক সচেতনতার এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে (রায় ২৫৩)।

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য : সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত (ভট্টাচার্য ১৫৯)। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা, সম্পর্ক ও মূল্যবোধে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রতিফলন সমকালীন কথাসাহিত্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় (মজুমদার ১৯৪)। অর্থনৈতিক উদারীকরণ, ভোগবাদী সংস্কৃতি ও পুঁজিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা, প্রতিযোগিতা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বেড়েছে, যা আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে (সেন ২০৮)।

প্রযুক্তির বিকাশ সমকালীন কথাসাহিত্যে নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে (রায় ২৬৭)। ডিজিটাল মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগব্যবস্থা ও ভার্চুয়াল জগত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে যেমন ঘনিষ্ঠ করেছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে মানসিক দূরত্ব ও একাকিত্বও বাড়িয়েছে (সেনগুপ্ত ৩৮৪)। এই প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের দ্বন্দ্ব, ভার্চুয়াল ও বাস্তব জীবনের সংঘাত, এবং ব্যক্তিসত্তার ভাঙন সমকালীন কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ (মজুমদার ২০৩)।

উদ্বাস্তু সমস্যা ও স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতাও সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে (ভট্টাচার্য ১৭২)। দেশভাগের স্মৃতি, সীমান্তবর্তী মানুষের জীবনসংগ্রাম, অভিবাসন ও প্রবাসজীবনের সংকট নতুন প্রজন্মের লেখকদের রচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে (রায় ২৮১)। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিচয় সংকট— জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রশ্ন, যা বিশ্বায়িত সমাজে আরও জটিল হয়ে উঠেছে (সেন ২১৯)।

সমকালীন কথাসাহিত্যে মানসিক বিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্বগত অনিশ্চয়তার বিষয়ও গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে (মজুমদার ২১৫)। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, নগরজীবনের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কের ভঙ্গুরতা এবং জীবনের অর্থহীনতার অনুভূতি আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে উঠে আসছে (সেনগুপ্ত ৩৯৬)। একই সঙ্গে ভাষা ও আঙ্গিকে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা—অভ্যন্তরীণ মনোলগ, ভাঙা আখ্যান, প্রতীকী ভাষা ও বহুস্বরিক বর্ণনার ব্যবহার— সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যকে আরও বহুমাত্রিক ও গতিশীল করে তুলেছে (রায় ২৯৪)।

উপসংহার : বাংলা কথাসাহিত্য বাঙালি সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এক চলমান শিল্পরূপ। উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে সমকালীন সময় পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্য সমাজের পরিবর্তন, সংকট ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার ধারাবাহিক দলিল হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সামাজিক অন্যায়, শ্রেণি বৈষম্য, নারীর বঞ্চনা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিমানসের সংকট কথাসাহিত্যের আখ্যানের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন যুগের কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে কেবল সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরেননি, বরং সেই বাস্তবতার প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। কখনও প্রতিবাদের ভাষায়, কখনও সহানুভূতির সুরে, আবার কখনও আত্মঅনুসন্ধানের গভীরতায় তাঁরা মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। এই ধারাবাহিক সৃজনপ্রয়াসের ফলে বাংলা কথাসাহিত্য কেবল একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এই গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বাংলা কথাসাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো বিনোদনমূলক শিল্প নয়। বরং এটি সমাজের সঙ্গে সংলাপে যুক্ত এক দায়বদ্ধ সাহিত্যধারা, যা পাঠককে চিন্তাশীল, সংবেদনশীল ও সচেতন করে তোলে। এই অর্থেই বাংলা কথাসাহিত্য সামাজিক দায়বদ্ধতার এক শক্তিশালী মাধ্যম এবং বাঙালি সমাজ ও মানবচেতনার এক অনিবার্য সহযাত্রী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৫
---. *পথের পাঁচালি*, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪
---. *বিভূতিভূষণ রচনাবলি*, মিত্র ও ঘোষ।
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *পদ্মা নদীর মাঝি*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
---. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭
---. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলি*। দে'জ পাবলিশিং।
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ রায়, *কথাসাহিত্য ও সমাজচেতনা*, সাহিত্যলোক, ২০১৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *গণদেবতা*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮
---. *তারাশঙ্কর রচনাবলি*, মিত্র ও ঘোষ।
বসু, বুদ্ধদেব, *সাহিত্যচর্চা ও আধুনিকতা*, নিউ এজ পাবলিশার্স।
চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক পাঠ*, সাহিত্য সংসদ, ২০১৫
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
---. *বঙ্কিম রচনাবলি (উপন্যাস বিভাগ)*, সাহিত্য সংসদ।
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *দেবদাস*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
---. *শরৎ রচনাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স।
দাশ, সুধীন, *বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা ও রূপান্তর*, পুস্তক বিপণি, ২০১২
ঘোষ, অমলেন্দু, *উপন্যাস : আখ্যান ও বাস্তবতা*, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে বাইরে*, বিশ্বভারতী, ২০১৩
---. *চোখের বালি*। বিশ্বভারতী, ২০১২
---. *গোরা*। বিশ্বভারতী, ২০১৪
---. *রবীন্দ্র রচনাবলি (উপন্যাস ও ছোটগল্প)*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
মজুমদার, প্রণবকুমার, *সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য : প্রবণতা ও সংকট*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২
মজুমদার, বিমলকুমার, *বাংলা কথাসাহিত্যের রূপ ও রীতি*, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১
মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, *বাংলা উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা*, প্যাপিরাস, ২০১৫।
রায়, সুশীলকুমার, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩
সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০
সেনগুপ্ত, শঙ্খ, *বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তন*, পত্রভারতী, ২০১৪
সরকার, সুমিতা, *বাংলা সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদ*, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি।